উনত্রিংশতি অধ্যায়

ভক্তিযোগ

পূর্ববর্ণিত অনাসক্তি ভিত্তিক ভগবদনুশীলন অত্যন্ত দুরূহ ভেবে উদ্ধব একটি সহজতর উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তার উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগ বিষয়ে সংক্ষেপে উপদেশ প্রদান করেছেন।

পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত এবং মিথ্যা পরিচিতির দ্বারা স্ফীত সকাম কর্মী ও যোগীরা পরমেশ্বরের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে না। কিন্তু রাজ-হংসের মতো সার এবং অসারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে দক্ষ ব্যক্তিরা সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। পরমেশ্বর স্বয়ং জীবের অন্তরে চৈত্যগুরু এবং বাইরে আচার্যগুরু রূপে জীবকে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি প্রদান করেন।

ভগবানে মন নিবিষ্ট রেখে আমাদের উচিত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রকার কর্তব্য সম্পাদন করা। ভগবদ্ভক্তদের নিবাস পবিত্র ভগবদ্ধামের সুযোগ গ্রহণ করে ভক্তদের উচিত ভগবৎ-সেবার সাথে সাথে ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে উৎসব এবং পবিত্র তিথিগুলিও উদ্‌যাপন করা। সমস্ত জীবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিবাস রূপে জেনে আমরা সমদর্শী হতে পারি, আর তখন আমাদের হিংসা, মিথ্যা অহংকারাদি সমস্ত অসদ্‌গুণাবলী বিদূরীত হবে। এই কথা মনে রেখে, ভক্তের উচিত তাঁর দাম্ভিক আত্মীয়-স্বজন, তাঁর নিজের ভেদভাবযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাগতিক বিড়ম্বনাগুলি পরিত্যাগ করে, কুকুর এবং কুকুরভোজী চণ্ডালসহ সকলকে ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করা। সর্বজীবে পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি দর্শন করতে ভক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষালাভ না করেন, ততক্ষণই তাঁকে সকলকে পূর্ণাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করে, কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা চালিয়ে যেতে হবে।

পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিযোগের পদ্ধতি নিত্য এবং দিব্য, স্বয়ং ভগবান প্রণীত, তাকে বিন্দুমাত্রও পরাভূত বা নিষ্ফল বলে প্রমাণ করা যাবে না। ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে পরমেশ্বর ভগবানের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করলে, ভগবান বিশেষভাবে প্রীত হয়ে ভক্তকে অমরত্ব এবং ভগবানের সমান ঐশ্বর্য লাভের যোগ্যতা অর্পণ করেন।

এই সমস্ত উপদেশ লাভ করার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশমতো শ্রীউদ্ধব বদরিকাশ্রমে গমন করেন। সেখানে তিনি পরমেশ্বরের নির্দেশাবলী যথাযথভাবে

পালন করে ভগবানের দিব্য ধামে উপনীত হন। পরম ভক্ত উদ্ধবের নিকট শ্রীভগবান উক্ত নির্দেশাবলী শ্রদ্ধা সহকারে পালন করলে, সমগ্র বিশ্ব মুক্তি লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ১

শ্রীউদ্ধব উবাচ

সুদুস্তরামিমাং মন্যে যোগচর্যামনাত্মনঃ ।
যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেৎ তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত ॥ ১ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; সুদুস্তরাম্—দুঃসাধ্য; ইমাম্—এই; মন্যে—আমি মনে করি; যোগচর্যাম্—যোগানুশীলন; অনাত্মনঃ—অসংযত মনা ব্যক্তি; যথা—কিভাবে; অঞ্জসা—সহজে; পুমান্—মানুষ; সিদ্ধ্যেৎ—লাভ করতে পারে; তৎ—সেই; মে—আমাকে; ব্রূহি—অনুগ্রহ করে বলুন; অঞ্জসা—সরলভাবে; অচ্যুত—হে ভগবান অচ্যুত।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে ভগবান অচ্যুত, আমার ভয় হচ্ছে যে, অসংযতমনা ব্যক্তিদের জন্য আপনার দ্বারা বর্ণিত যোগ পদ্ধতি বড়ই দুঃসাধ্য। সেইজন্য মানুষ যাতে আরও সহজে পালন করতে পারে, এইরূপ সরল ভাবে এই বিষয়ে আমার নিকট বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ ॥ ২ ॥

প্রায়শঃ—অধিকাংশ ক্ষেত্রে; পুণ্ডরীক-অক্ষ—হে ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষ; যুঞ্জতঃ—নিযুক্ত হয়; যোগিনঃ—যোগীগণ; মনঃ—মন; বিষীদন্তি—হতাশ হন; অসমাধানাৎ—সমাধিলাভে অসমর্থতাহেতু; মনঃ-নিগ্রহ—মনঃ সংযমের চেষ্টার দ্বারা; কর্শিতাঃ—ক্লান্ত।

অনুবাদ

হে ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষ, যে সমস্ত যোগী মনঃসংযমের চেষ্টা করেন তাঁরা প্রায়ই সমাধিলাভে সিদ্ধ হতে না পেরে হতাশ হন। এইভাবে মনঃসংযমের প্রচেষ্টায় তাঁরা ক্লান্তিবোধ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বরের আশ্রয় ব্যতীত মনকে ব্রহ্মে নিবিষ্ট করার দুরূহ কার্যে যোগী সহজেই হতাশ হন।

শ্লোক ৩

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন ।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্মভি-
স্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥ ৩ ॥

অথ—এখন; অতঃ—অতএব; আনন্দদুঘম্—সর্বানন্দের উৎস; পদ-অম্বুজম্—আপনার পাদপদ্ম; হংসাঃ—হংস সদৃশ ব্যক্তিগণ; শ্রয়েরন্—তার আশ্রয় গ্রহণ; অরবিন্দ-লোচন—হে অরবিন্দাক্ষ; সুখম্—সুখের সঙ্গে; নু—বস্তুত; বিশ্ব-ঈশ্বর—বিশ্বেশ্বর; যোগকর্মভিঃ—তাদের যোগ এবং সকাম কর্মের দ্বারা; ত্বৎ-মায়য়া—আপনার জড়া শক্তির দ্বারা; অমী—এই সকল; বিহতাঃ—পরাভূত; ন—(আশ্রয় গ্রহণ) করে না; মানিনঃ—মিথ্যা গর্বান্বিত।

অনুবাদ

অতএব, হে কমলনয়ন বিশ্বেশ্বর, পরম হংসগণ সমস্ত দিব্য আনন্দের উৎস আপনার পাদপদ্মে সানন্দে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু যারা কর্ম এবং যোগানুশীলনে গর্ব বোধ করে, তারা আপনার আশ্রয় গ্রহণে অসমর্থ হয়ে আপনার মায়াশক্তির নিকট পরাভূত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীউদ্ধব এখানে জোর দিয়ে বলেছেন যে, কেবলমাত্র পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা পারমার্থিক সিদ্ধিলাভ করতে পারি। যাঁরা তা করেন, তাঁদের বলা হয় *হংসাঃ*, পরম বিবেকী ব্যক্তি, কেননা তাঁরা ভগবানের পাদপদ্মরূপ চিন্ময় সুখের প্রকৃত উৎস অনুসন্ধানে সাফল্য লাভ করেছেন। *যোগকর্মভিঃ* শব্দটি সূচিত করে যে, যারা যোগ অথবা সাধারণ জড় প্রচেষ্টায় সাফল্যের জন্য অনুরক্ত অথবা গর্বিত, তারা পরমেশ্বর ভগবানের নিকট বিনীতভাবে শরণাগত হওয়ার মতো পরম সুযোগের প্রশংসা করে না। সাধারণত যোগী এবং সকাম কর্মীরা স্বয়ং ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অপেক্ষা তাদের তথাকথিত প্রাপ্তির জন্য বেশি গর্বিত। বিনীতভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা সহজে এবং সত্বর কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হয়ে স্বগৃহে, ভগবানের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে পারি।

শ্লোক ৪

কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্ ।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎ কিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৪ ॥

কিম্—কী; চিত্রম্—বিচিত্র; অচ্যুত—হে ভগবান অচ্যুত; তব—আপনার; এতৎ—এই; অশেষ-বন্ধো—হে সকলের বন্ধু; দাসেষু—দাসগণের জন্য; অনন্য-শরণেষু—অনন্য শরণ ভক্তগণ; যৎ—যা; আত্মসত্ত্বম্—আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা; যঃ—যে; অরোচয়ৎ—সস্নেহে আচরিত; সহ—সহ; মৃগৈঃ—পশুরা (বানরেরা); স্বয়ম্—আপনি স্বয়ং; ঈশ্বরাণাম্—মহান দেবগণের মধ্যে; শ্রীমৎ—জ্যোতিষ্মান; কিরীট—মুকুট সমূহের; তট—পার্শ্বের দ্বারা; পীড়িত—ভীত; পাদপীঠঃ—যাঁর চরণ রাখার আসন।

অনুবাদ

হে ভগবান অচ্যুত, যে সমস্ত সেবক ঐকান্তিকভাবে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নিকট আপনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে গমন করেন, সেটি তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়। সর্বোপরি আপনি যখন ভগবান রামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মার মতো মহান দেবগণ আপনার চরণ রাখার আসনে পর্যন্ত তাঁদের উজ্জ্বল মুকুট সমূহের প্রান্তদেশ স্পর্শ করতে সাহস পেতেন না। সেই সময়ও আপনি আপনার একান্ত আশ্রিত হনুমানের মতো বানরদের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় ভগবৎ ভক্তগণ সম্পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করেন। কখনও কখনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজ, গোপীগণ, বলীমহারাজ এবং অন্যান্য মহান ভক্তগণের নিকট হীনভাবে অধীনতা স্বীকার করেন। ব্রহ্মার মতো দেবগণ যখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণ রাখার আসনে তাঁদের মুকুট স্পর্শ করানোর জন্য সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, তখনও তিনি হনুমানাদি বানরদের মতো মনুষ্যেতর পশুগণকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্থান প্রদান করেছেন। তেমনই হরিণ, গাভী, এমনকি বৃন্দাবনের বৃক্ষগুলির প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্নেহপ্রদর্শন সর্বজনবিদিত। এ ছাড়াও, ভগবান আনন্দের সঙ্গে অর্জুনের রথের সারথ্য গ্রহণ করেছেন, দূতরূপে আচরণ করেছেন, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিশ্বস্ত সহায়ক হয়েছিলেন। এইরূপ ভক্তগণের জন্য বিস্তারিত জ্ঞানযোগ পদ্ধতি অথবা অলৌকিক শক্তিলাভের পদ্ধতির কোনও প্রয়োজন নেই। শ্রীউদ্ধব এই সমস্ত ভক্তদের প্রতিনিধিত্ব করে ভগবানকে প্রকাশ্যে

জানাচ্ছেন যে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যিনি প্রত্যক্ষভাবে রুচি অর্জন করেছেন, তাঁর নিকট দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার সুনিপুণ পদ্ধতি এবং অলৌকিক যোগ সাধনা সমাদৃত হয় না।

শ্লোক ৫

তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং
সর্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু ।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েঽনুভূত্যৈ
কিংবা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ ॥ ৫ ॥

তম্—সেই; ত্বা—আপনি; অখিল—সকলের; আত্ম—পরমাত্মা; দয়িত—পরম প্রিয়; ঈশ্বরম্—এবং পরম নিয়ামক; আশ্রিতানাম্—যারা আপনার আশ্রয় নেয় তাদের; সর্ব-অর্থ—সর্ব সিদ্ধির; দম্—প্রদাতা; স্ব-কৃত—আপনার প্রদত্ত কল্যাণ; বিৎ—জ্ঞাতা; বিসৃজেত—প্রত্যাখ্যান করতে পারে; কঃ—কে; নু—বস্তুত; কঃ—কে; বা—অথবা; ভজেৎ—গ্রহণ করতে পারেন; কিম্ অপি—যা কিছুই; বিস্মৃতয়ে—বিস্মৃতির জন্য; অনু—কাজে কাজেই; ভূত্যৈ—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য; কিম্—কি; বা—অথবা; ভবেৎ—হয়; ন—না; তব—আপনার; পাদ—পাদপদ্মের; রজঃ—ধূলি; জুষাম্—সেবকদের জন্য; নঃ—আমরা নিজেরা।

অনুবাদ

আশ্রিত ভক্তগণের সর্বসিদ্ধিপ্রদাতা, সকলের পরম প্রভু, পরম আদরণীয় উপাস্য বস্তু এবং স্বয়ং আত্মারূপী আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে কার সাহস হবে? আপনার দ্বারা অর্পিত কল্যাণ সম্বন্ধে অবগত হয়েও কে এমন অকৃতজ্ঞ হতে পারে? ভগবৎ বিস্মৃতিপ্রদ জড় ভোগের জন্য আপনাকে প্রত্যাখ্যান করে অন্য কিছুকে কে গ্রহণ করবে? আর আমরা, যারা আপনার পাদপদ্মের সেবায় ব্রতী হয়েছি তাদের কি কোনও অভাব আছে?

তাৎপর্য

মহাভারতের মোক্ষধর্মের নারায়ণীয়তে বলা হয়েছে—

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥

"বিভিন্ন পারমার্থিক অনুশীলনের মাধ্যম স্বরূপ মনুষ্য জীবনে চতুর্বর্গের যা কিছু লাভ হয়, সকলের আশ্রয়, ভগবান নারায়ণের যাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁরা

সে সমস্তই বিনা প্রচেষ্টায় লাভ করে থাকেন।" এইভাবে কৃষ্ণভক্তগণ জানেন যে, কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযোগে শরণাগত হলে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সিদ্ধি প্রাপ্ত হবেন। *ভগবদ্গীতা* অনুসারে এইটিই হচ্ছে যোগের সর্বোচ্চ স্তর।

শ্লোক ৬

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ ।
যোঽন্তর্বহির্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্-
নাচার্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৬ ॥

ন এব—মোটেই না; **উপয়ন্তি**—প্রকাশ করতে সক্ষম; **অপচিতিম্**—তাদের কৃতজ্ঞতা; **কবয়ঃ**—বিদ্বান ভক্তগণ; **তব**—আপনার; **ঈশ**—হে ভগবান; **ব্রহ্মআয়ুষা**—ব্রহ্মার সমান আয়ুষ্কাল দ্বারা; **অপি**—সত্ত্বেও; **কৃতম্**—মহৎকার্য; **ঋদ্ধ**—সমৃদ্ধ; **মুদঃ**—আনন্দ; **স্মরন্তঃ**—স্মরণ করে; **যঃ**—যে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **তনুভৃতাম্**—দেহধারীগণের; **অশুভম্**—দুর্ভাগ্য; **বিধুন্বন্**—বিদূরীত করে; **আচার্য**—গুরুদেবের; **চৈত্য**—পরমাত্মার; **বপুষা**—রূপের দ্বারা; **স্ব**—নিজের; **গতিম্**—পথ; **ব্যনক্তি**—দর্শন করায়।

অনুবাদ

হে ভগবান! ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ জীবন লাভ করলেও পারমার্থিক বিজ্ঞানে দক্ষব্যক্তিগণ এবং দিব্যস্তরের কবিগণ আপনার প্রতি যে কতটা ঋণী, তা পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারেননি, কেননা আপনি বাইরে আচার্যরূপে এবং অন্তরে, পরমাত্মারূপে এই দুইভাবে আবির্ভূত হয়ে আপনার নিকট কীভাবে উপনীত হতে হবে, সেই বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করে দেহধারী জীবদের উদ্ধার করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে ভক্তের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের নিজের প্রাণ অপেক্ষা কোটিগুণ বেশি প্রিয়। আর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, ভগবানের পাদপদ্মে প্রেমময়ী সেবা লাভ করার জন্য ভক্ত ভগবানের নিকট নিজেকে এত ঋণী বোধ করেন যে, তা ব্রহ্মাণ্ডের এক হাজার বার সৃষ্টি-স্থিতি কাল পর্যন্ত ভগবৎ সেবা করলেও তিনি শোধ করতে পারবেন না। ভগবান হৃদয়াভ্যন্তরে পরমাত্মারূপে এবং বাইরে শ্রীগুরুদেব এবং ভগবানের গ্রন্থরূপী অবতার, সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক জ্ঞান *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* উভয়রূপে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদ্ধবেনাত্যনুরক্তচেতসা
পৃষ্টো জগৎক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ ।
গৃহীতমূর্তিত্রয় ঈশ্বরেশ্বরো
জগাদ সপ্রেমমনোহরস্মিতঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উদ্ধবেন**—উদ্ধব কর্তৃক; **অতি-অনুরক্ত**—অত্যন্ত অনুরক্ত; **চেতসা**—যার হৃদয়; **পৃষ্টঃ**—প্রশ্ন করেছেন; **জগৎ**—জগৎ; **ক্রীড়নকঃ**—যার খেলনা; **স্বশক্তিভিঃ**—তাঁর নিজশক্তি দ্বারা; **গৃহীত**—যিনি গ্রহণ করেছেন; **মূর্তি**—ব্যক্তিগত রূপ সকল; **ত্রয়ঃ**—তিন; **ঈশ্বর**—সমস্ত নিয়ামকদের মধ্যে; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ামক; **জগাদ**—তিনি বললেন; **স-প্রেম**—আদরের সঙ্গে; **মনঃহর**—আকর্ষণীয়; **স্মিতঃ**—যাঁর মৃদু হাস্য।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—পরম আদরণীয় উদ্ধবের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সমগ্র জগৎ যাঁর নিকট ক্রীড়ানকের মতো এবং যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—এই ত্রিমূর্তি ধারণ করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমার্দ্র চিত্তে তাঁর সর্বাকর্ষক মৃদু হাস্য প্রদর্শন করে উত্তর প্রদান করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৮

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্মান্ সুমঙ্গলান্ ।
যান্ শ্রদ্ধয়াচরন্ মর্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জয়ম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **হন্ত**—হ্যাঁ; **তে**—তোমার নিকট; **কথয়িষ্যামি**—আমি বলব; **মম**—আমার সম্পর্কে; **ধর্মান্**—ধর্ম; **সুমঙ্গলান্**—পরম মঙ্গলজনক; **যান্**—যেটি; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **আচরন্**—আচরণ করে; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল মানুষ; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **জয়তি**—জয় করে; **দুর্জয়ম্**—দুর্জয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হ্যাঁ, আমি তোমার নিকট আমার প্রতি ভক্তির নিয়মাবলী বর্ণনা করব, যা পালন করে মরণশীল মানুষ দুর্জয় মৃত্যুকে জয় করতে পারবে।

শ্লোক ৯

কুর্যাৎ সর্বাণি কর্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্ ।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্মাত্মমনোরতিঃ ॥ ৯ ॥

কুর্যাৎ—সম্পাদন করা উচিত; সর্বাণি—সমস্ত; কর্মাণি—অনুমোদিত কার্য; মৎ-অর্থম্—আমার জন্য; শনকৈঃ—আবেগ প্রবণ না হয়ে; স্মরন্—স্মরণ করে; ময়ি—আমার প্রতি; অর্পিত—যে অর্পণ করেছে; মনঃ চিত্তঃ—তার মন এবং বুদ্ধি; মৎ-ধর্ম—আমার ভক্তিযোগ; আত্ম-মনঃ—তার নিজের মনের; রতিঃ—আকর্ষণ।

অনুবাদ

আবেগ প্রবণ না হয়ে সর্বদা আমাকে স্মরণ করে ভক্তের উচিত তার সমস্ত কর্তব্য আমার জন্য সম্পাদন করা। মন ও বুদ্ধি আমাতে সমর্পণ করে, তার মনকে আমার প্রতি ভক্তিযোগের আকর্ষণে নিবিষ্ট করা উচিত।

তাৎপর্য

মদ্ধর্মাত্মমনোরতিঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, আমাদের সমস্ত ভালবাসা এবং স্নেহ পরমেশ্বর ভগবানকে প্রীত করার জন্য সমর্পণ করতে হবে। ভক্তিযোগেও স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যমে সন্তুষ্টিলাভের কথা এখানে বলা হয়নি বরং ভক্তের উচিত স্বয়ং ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, আর তা লাভ করা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে গুরুপরম্পরাক্রমে আগত যথার্থ গুরুদেবের আদেশ শ্রদ্ধা সহকারে পালন করার মাধ্যমে। ভক্তিযোগ অনুশীলনকালেও নিজের সন্তুষ্টির প্রতি আসক্তি হচ্ছে জড় স্তরের, পক্ষান্তরে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের প্রতি আসক্তি হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময় ভাবাবেগ।

শ্লোক ১০

দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্ ।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ॥ ১০ ॥

দেশান্—স্থানসকল; পুণ্যান্—পবিত্র; আশ্রয়েত—তার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত; মদ্ভক্তৈঃ—আমার ভক্তদের দ্বারা; সাধুভিঃ—সাধু; শ্রিতান্—প্রত্যার্পণ; দেব—দেবগণের মধ্যে; অসুর—অসুরগণ; মনুষ্যেষু—এবং মনুষ্যগণ; মদ্ভক্ত—আমার ভক্তগণের; আচরিতানি—আচরণ; চ—এবং।

অনুবাদ

দেবগণ, অসুরগণ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে আমার ভক্তগণ আবির্ভূত হয়ে থাকে। মানুষের উচিত, সেই সমস্ত ভক্তগণ যে স্থানে বাস করে, সেই সমস্ত পবিত্র স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে উক্ত ভক্তগণের দৃষ্টান্তমূলক কার্যাবলীর দ্বারা পরিচালিত হওয়া।

তাৎপর্য

নারদমুনি হচ্ছেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, যিনি দেবগণের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ আবির্ভূত হয়েছিলেন অসুরগণের মধ্যে, এবং আরও অন্যান্য অনেক মহান ভক্ত, যেমন অম্বরীশ মহারাজ এবং পাণ্ডবগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন মনুষ্যগণের মধ্যে। আমাদের উচিত ভক্তগণের দৃষ্টান্তমূলক আচরণ এবং তাঁরা যে সমস্ত পবিত্র স্থানে বসবাস করেন তার আশ্রয় গ্রহণ করা। এইভাবে আমরা ভক্তিযোগের পথে নিরাপদে চলতে পারব।

শ্লোক ১১

পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্বযাত্রামহোৎসবান্ ।
কারয়েদ্ গীতনৃত্যাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ ॥ ১১ ॥

পৃথক্—একা; **সত্রেণ**—জমায়েতের মধ্যে; **বা**—বা; **মহ্যং**—আমার জন্য; **পর্ব**—প্রতি মাসে পালনীয়, যেমন একাদশী; **যাত্রা**—বিশেষ সমাগম; **মহা-উৎসবান্**—এবং উৎসব সমূহ; **কারয়েদ্**—উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করা উচিত; **গীত**—গীতের মাধ্যমে; **নৃত্য-আদ্যৈঃ**—নৃত্যাদি; **মহারাজ**—রাজকীয়; **বিভূতিভিঃ**—ঐশ্বর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে।

অনুবাদ

আমার আরাধনার জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত পবিত্র তিথি, আমার অনুষ্ঠান এবং উৎসবগুলি, একাকী অথবা জনসমাগমের মধ্যে, কীর্তন করে, নৃত্য এবং অন্যান্য রাজকীয় ঐশ্বর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করা উচিত।

শ্লোক ১২

মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্ ।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ১২ ॥

মাম্—আমাকে; **এব**—বস্তুত; **সর্বভূতেষু**—সমস্ত জীবের মধ্যে; **বহিঃ**—বাহ্যিকভাবে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **অপাবৃতম্**—অনাবৃত; **ঈক্ষেত**—দর্শন করা উচিত; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **চ**—ও; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **যথা**—যেমন; **খম্**—আকাশ; **অমল-আশয়ঃ**—শুদ্ধ হৃদয় সম্পন্ন।

অনুবাদ

ভক্তের উচিত শুদ্ধ হৃদয়ে অন্তরে এবং বাইরে সর্বব্যাপ্ত আকাশের মতো, নিজের মধ্যে ও সমস্ত জীবের মধ্যে বর্তমান জড়কলুষশূন্য পরমাত্মারূপে আমাকে দর্শন করা।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, পরম সত্য সম্বন্ধে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনায় আগ্রহী লোকদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য ভগবান বর্তমান শ্লোকটি বলেছেন। এইরূপ পরমার্থবাদী অন্তিম ঐক্যানুসন্ধানী পণ্ডিতগণ এখানে বর্ণিত ভগবানের অভিব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

শ্লোক ১৩-১৪

ইতি সর্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে ।
সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥ ১৩ ॥
ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে ।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি—এইরূপে; সর্বাণি—সকলের প্রতি; ভূতানি—জীব সত্ত্বা; মদ্ভাবেন—আমার উপস্থিতি বোধ সহকারে; মহাদ্যুতে—হে মহাদ্যুতি উদ্ধব; সভাজয়ন্—শ্রদ্ধা প্রদান করে; মন্যমানঃ—সেইরূপ মনে করে; জ্ঞানম্—জ্ঞান; কেবলম্—চিন্ময়; আশ্রিতঃ—আশ্রয় গ্রহণ করে; ব্রাহ্মণে—ব্রাহ্মণের প্রতি; পুক্কসে—পুক্কস নামক নিম্নবর্ণে, স্তেনে—চোরের প্রতি; ব্রহ্মণ্যে—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির প্রতি; অর্কে—সূর্যে; স্ফুলিঙ্গকে—অগ্নি স্ফুলিঙ্গে; অক্রূরে—অকপট ব্যক্তিতে; ক্রূরকে—ক্রূর ব্যক্তিতে; চ—ও; এব—বস্তুত; সমদৃক্—সমদর্শী; পণ্ডিতঃ—পণ্ডিতব্যক্তি; মতঃ—মনে করা হয়।

অনুবাদ

হে দ্যুতিমান উদ্ধব, যে ব্যক্তি প্রতিটি জীবে আমার উপস্থিতি দর্শন করে, আর এই দিব্য জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে প্রত্যেককে শ্রদ্ধা করে, তাকেই প্রকৃত জ্ঞানী বলে মনে করা হয়। এইরূপ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ এবং পুক্কস, চোর ও ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক দাতা, সূর্য এবং ক্ষুদ্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ভদ্র আর নিষ্ঠুর সকলের প্রতি সমদর্শী।

তাৎপর্য

এখানে ধারাবাহিকভাবে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং নিম্নশ্রেণীর আদিম মানুষ, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিকট থেকে চুরি করে যে চোর আর ব্রাহ্মণদেরকে দান করেন এমন ব্রহ্মণ্য

সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ব্যক্তি, সর্বশক্তিমান সূর্য আর নগণ্য স্ফুলিঙ্গ, এবং শেষে কৃপালু আর নিষ্ঠুর ইত্যাদি বিপরীত গুণের উপস্থাপন করা হয়েছে। তা হলে ভগবান কিভাবে বলতে পারেন যে, এইরূপ স্বাভাবিক পার্থক্যগুলি অগ্রাহ্যকারী ব্যক্তিই জ্ঞানী? *মদ্ভাবেন* শব্দে তার উত্তর প্রদান করা হয়েছে—জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন। সুতরাং, জড় বৈচিত্র্য নিয়ে বাহ্যিকভাবে অনুভব এবং ব্যবহারাদি করলেও জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত কিছুর মধ্যে পরমেশ্বরের উপস্থিতি ভিত্তিক এক অস্বাভাবিক ঐক্যের কথা চিন্তা করে আরও বেশি প্রভাবিত হন। এখানে বলা হয়েছে যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি বাহ্যিক জড় পার্থক্যের মধ্যে সীমিত নন।

শ্লোক ১৫

নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ ।
স্পর্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি ॥ ১৫ ॥

নরেষু—সমস্ত মানুষের মধ্যে; **অভীক্ষ্ণম্**—প্রতিনিয়ত; **মৎ-ভাবম্**—আমার ব্যক্তিগত উপস্থিতি; **পুংসঃ**—মানুষের; **ভাবয়তঃ**—যিনি চিন্তা-ভাবনা করছেন; **অচিরাৎ**—শীঘ্র; **স্পর্ধা**—(সমপর্যায়ের সঙ্গে) প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা; **অসূয়া**—হিংসা (জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি); **তিরস্কারাঃ**—এবং তিরস্কার (কনিষ্ঠদের প্রতি); **স**—সহ; **অহংকারা**—মিথ্যা অহংকার; **বিয়ন্তি**—অদৃশ্য হয়; **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি সমস্ত মানুষের মধ্যে আমার উপস্থিতি অনুভব করে প্রতিনিয়ত আমার স্মরণ-মনন করে, তার হৃদয় থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পর্ধা, ঈর্ষা, তিরস্কার করা আর সেইসঙ্গে মিথ্যা অহংকার খুব সত্বর বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

আমরা বদ্ধজীবেরা সমপর্যায়ের লোকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জ্যেষ্ঠদের প্রতি ঈর্ষা, এবং অনুগতদের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব অবলম্বন করেই থাকি। প্রতিটি জীবের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করার মাধ্যমে এই সমস্ত কলুষিত প্রবণতা এবং তাদের ভিত্তি—মিথ্যা অহংকার খুব শীঘ্র বিদূরীত হয়।

শ্লোক ১৬

বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্দৃশং ব্রীড়াং চ দৈহিকীম্ ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥ ১৬ ॥

বিসৃজ্য—ত্যাগ করে; স্ময়মানান্—হাস্যরত; স্বান্—নিজের বন্ধু; দৃশম্—দৃষ্টিভঙ্গি; ব্রীড়াম্—লজ্জা; চ—এবং; দৈহিকীম্—দেহাত্মবুদ্ধি; প্রণমেৎ—প্রণাম করা উচিত; দণ্ডবৎ—দণ্ডের মতো পতিত হয়ে; ভূমৌ—ভূমিতে; আ—এমনকি; শ্ব—কুকুরকে; চাণ্ডাল—চণ্ডাল; গো—গাভী; খরম্—এবং গর্দভ।

অনুবাদ

নিজের সঙ্গী-সাথীদের উপহাস উপেক্ষা করে ভক্তের উচিত দেহাত্মবুদ্ধি আর আনুসঙ্গিক সঙ্কোচবোধ পরিত্যাগ করা। সকলকে—এমনকি কুকুর, চণ্ডাল, গাভী এবং গর্দভকেও ভূমিষ্ঠ হয়ে সকলের সামনে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করা উচিত।

তাৎপর্য

সর্বজীবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার অভ্যাস করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিটি ভক্তকে তৃণাপেক্ষা হীন এবং বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু হতে উপদেশ প্রদান করেছেন। এইরূপ বিনয়সম্পন্ন হলে আমরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে বিড়ম্বিত হব না। ভক্তরা মূর্খের মতো গাভী বা গর্দভকে ভগবান বলে মনে করেন না, কিন্তু তাঁরা সর্বজীবের মধ্যে পরমেশ্বরকে দর্শন করেন। এইরূপ উন্নত পারমার্থিক স্তরে তিনি কোনও পার্থক্য দর্শন করেন না।

শ্লোক ১৭

যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে ।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥ ১৭ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; সর্বেষু—সকলের মধ্যে; ভূতেষু—জীবসত্তা; মৎ-ভাবঃ—আমার উপস্থিতির দৃষ্টিভঙ্গি; ন উপজায়তে—পূর্ণরূপে বর্ধিত না হয়; তাবৎ—ততদিন পর্যন্ত; এবম্—এইভাবে; উপাসীত—উপাসনা করতে হবে; বাক্—তার বাক্যের; মনঃ—মন; কায়—এবং শরীর; বৃত্তিভিঃ—কার্যের দ্বারা।

অনুবাদ

সর্বজীবের মধ্যে আমার দর্শন যতক্ষণ না সম্ভব হয়, ততক্ষণই ভক্তের উচিত কায়মনোবাক্যে এই পদ্ধতিতে আমার উপাসনা চালিয়ে যাওয়া।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে যতক্ষণ না সর্বজীবে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যাচ্ছে, ততক্ষণই তাঁর সর্বজীবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদনের পদ্ধতি অনুশীলন করতে হবে। কারও কারও পক্ষে সবার সম্মুখে সব জীবকেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানানো সম্ভব না হলেও, কমপক্ষে মনে মনে অথবা বাক্যের দ্বারা সমস্ত জীবকে তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা উচিত। তাতেই ভক্তের আত্মোপলব্ধির অগ্রগতি লাভের পথে সহায়তা হবে।

শ্লোক ১৮

সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া ।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

সর্বম্—সবকিছু; ব্রহ্ম-আত্মকম্—পরম সত্যের উপর আধারিত; তস্য—তার জন্য; বিদ্যয়া—দিব্যজ্ঞানের দ্বারা; আত্ম-মনীষয়া—পরমাত্মা উপলব্ধির দ্বারা; পরিপশ্যন্—সর্বত্র দর্শন করে; উপরমেৎ—জড়কর্ম থেকে বিরত হওয়া উচিত; সর্বতঃ—সবক্ষেত্রে; মুক্ত-সংশয়ঃ—সংশয় মুক্ত।

অনুবাদ

সর্বব্যাপ্ত ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ দিব্য জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ সর্বত্র পরম সত্যকে দর্শন করতে সক্ষম হয়। সমস্ত সংশয় মুক্ত হয়ে তার সকাম কর্ম ত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ১৯

অয়ং হি সর্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম ।
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥

অয়ম্—এই, হি—বস্তুত; সর্ব—সকলের; কল্পনাম্—পদ্ধতিসমূহ; সধ্রীচীনঃ—সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত; মতঃ—মনে করা হয়; মম—আমার দ্বারা; মৎ-ভাবঃ—আমাকে দর্শন করা; সর্বভূতেষু—সর্বজীবে; মনঃ-বাক্-কায়-বৃত্তিভিঃ—কায়মনোবাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

বাস্তবে, আমি মনে করি—সর্বজীবে আমাকে উপলব্ধি করার জন্য কায়, মন ও বাক্যের বৃত্তিগুলি ব্যবহারের—এই পদ্ধতিই হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানলাভের সম্ভাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

শ্লোক ২০

ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্মস্যোদ্ধবাণ্বপি ।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্নির্গুনত্বাদনাশিষঃ ॥ ২০ ॥

ন—নেই; হি—বস্তুত; অঙ্গ—প্রিয় উদ্ধব; উপক্রমে—প্রচেষ্টায়; ধ্বংসঃ—ধ্বংস; মৎ-ধর্মস্য—আমার প্রতি ভক্তিযোগের; উদ্ধব—প্রিয় উদ্ধব; অণু—অত্যন্ত অল্প; অপি—এমনকি; ময়া—আমার দ্বারা; ব্যবসিতঃ—প্রতিষ্ঠিত; সম্যক্—সুষ্ঠুরূপে; নির্গুণত্বাৎ—যেহেতু এটি দিব্য; অনাশিষঃ—অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য-রহিত।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, ভক্তিযোগের এই পদ্ধতি ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রতিষ্ঠা করার ফলে তা হচ্ছে দিব্য এবং সমস্ত প্রকার জড় উদ্দেশ্য রহিত। এই পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে ভক্ত নিঃসন্দেহে বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

তাৎপর্য

মহর্ষিগণ এবং পারমার্থিক নেতৃবর্গ মনুষ্য জীবনে অগ্রগতি লাভের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রণয়ণ করলেও, পরমেশ্বর স্বয়ং ভক্তিযোগের পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন, যাতে প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়। যিনি ব্যক্তিস্বার্থ শূন্য হয়ে ভগবানের সেবা করেন, তাঁর অগ্রগতি কখনও পরাভূত হবে না, আর তিনি অদূরভবিষ্যতে নিশ্চয় স্বধাম, ভগবৎ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করবেন।

শ্লোক ২১

যো যো ময়ি পরে ধর্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ।
তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্ ভয়াদেরিব সত্তম ॥ ২১ ॥

যঃ যঃ—যে কেউ; ময়ি—আমার প্রতি; পরে—পরম; ধর্মঃ—ধর্ম; কল্প্যতে—হয়; নিষ্ফলায়—জড় কর্মফল থেকে মুক্তির পথে; চেৎ—যদি; তৎ—তার; আয়াসঃ—প্রচেষ্টা; নিরর্থঃ—নিরর্থক; স্যাৎ—হতে পারে; ভয়-আদেঃ—ভয় ইত্যাদির; ইব—মতো; সৎ-তম—হে সাধুশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে সাধুশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, সাধারণ মানুষ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ক্রন্দন করে, ভয় পায় এবং অনুশোচনা করে—এই সমস্ত অনর্থক ভাবাবেগের ফলে পরিস্থিতির কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না। অথচ নিঃস্বার্থভাবে আমার প্রতি অর্পিত কার্য, বাহ্যিকভাবে নিরর্থক মনে হলেও, তা যথার্থ ধর্মের সমতুল্য।

তাৎপর্য

অত্যন্ত নগণ্য কার্যও নিঃস্বার্থভাবে পরমেশ্বরের প্রতি অর্পিত হলে তা ভক্তকে পারমার্থিক জীবনের উন্নত স্তরে উপনীত করে। বাস্তবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন ও পালন করেন। নির্বিঘ্নে ভগবৎ সেবা চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভক্ত যদি ভগবানের নিকট রক্ষণ এবং পালনের জন্য ক্রন্দন করেন, বাহ্যিকভাবে অনর্থক আবেদন হলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে পরম ধর্ম রূপে গ্রহণ করেন।

শ্লোক ২২

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্ ।
যৎসত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥ ২২ ॥

এষা—এই; **বুদ্ধিমতাম্**—বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **মনীষা**—চাতুর্য; **চ**—এবং; **মনীষিণাম্**—চতুর ব্যক্তিদের; **যৎ**—যা; **সত্যম্**—সত্য; **অনৃতেন**—মিথ্যার দ্বারা; **ইহ**—এই জীবনে; **মর্ত্যেন**—মরণশীলদের দ্বারা; **আপ্নোতি**—লাভ করে; **মা**—আমাকে; **অমৃতম্**—অমর।

অনুবাদ

এই পদ্ধতি হচ্ছে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা এবং চতুর ব্যক্তিদের চাতুর্য, কেননা তা অনুসরণ করার ফলে জীব এই জীবনেই ক্ষণস্থায়ী এবং অবাস্তব বস্তু ব্যবহার করার মাধ্যমে নিত্য বাস্তব বস্তু, আমাকে লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবানের সেবা করতে এসে যে ব্যক্তি নিজের মান-মর্যাদা কামনা করে, তাকে বুদ্ধিমান বা চতুর বলে মনে করা যায় না। তেমনই, সে ব্যক্তি কৃত্রিম অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়, সে পরম বুদ্ধিমান নয়। আবার যিনি অর্থ সঞ্চয়ে নিপুণ তিনিও নন। ভগবান এখানে বলছেন, যে ভক্ত ব্যক্তিস্বার্থ শূন্য হয়ে ভগবানকে ভালবেসে তাঁর ক্ষণস্থায়ী মায়াময় জড় দেহ এবং যথা সর্বস্ব তাঁকে অর্পণ করেন, তিনিই হচ্ছেন পরম বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তি। এইভাবে ভক্ত সনাতন পরম সত্যকে প্রাপ্ত হন। অন্যভাবে বলা যায়, প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে ব্যক্তিগত বাসনা এবং কপটতা রহিত হয়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট যথার্থই আত্মসমর্পণ করা। সেটিই হচ্ছে ভগবানের অভিমত।

শ্লোক ২৩

এষ তেঽভিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ ।
সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ ॥ ২৩ ॥

এষঃ—এই; **তে**—আপনার প্রতি; **অভিহিতঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **কৃৎস্নঃ**—সম্পূর্ণরূপে; **ব্রহ্মবাদস্য**—পরম সত্যের বিজ্ঞানের; **সংগ্রহঃ**—পরিমাপ; **সমাস**—সংক্ষেপে; **ব্যাস**—বিস্তারিতভাবে; **বিধিনা**—উভয় পন্থায়; **দেবানাম্**—দেবগণের; **অপি**—এমনকি; **দুর্গমঃ**—দুর্লভ।

অনুবাদ

এইভাবে আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে পরম সত্য বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করলাম। এমনকি দেবতাদের জন্যও এই বিজ্ঞান অত্যন্ত দুর্বোধ্য।

তাৎপর্য

দেবানাম্ শব্দটি সূচিত করে, সত্ত্বগুণসম্পন্ন জীবেরাও (যেমন দেবগণ, সাধু এবং পুণ্যবান দার্শনিকগণ) পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না, কারণ তাঁরা ভগবানের প্রতি পূর্ণরূপে শরণাগত নন।

শ্লোক ২৪

অভীক্ষ্ণশস্তে গদিতং জ্ঞানং বিস্পষ্টযুক্তিমৎ ।
এতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যেত পুরুষো নষ্টসংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

অভীক্ষ্ণশঃ—পুনঃ পুনঃ; তে—তোমাকে; গদিতম্—বললাম; জ্ঞানম্—জ্ঞান; বিস্পষ্ট—স্পষ্টরূপে; যুক্তি—তার্কিকযুক্তি; মৎ—সমন্বিত; এতৎ—এই; বিজ্ঞায়—সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করে; মুচ্যেত—মুক্ত হবে; পুরুষঃ—মানুষ; নষ্ট—বিনষ্ট; সংশয়ঃ—তার সন্দেহ।

অনুবাদ

স্পষ্টযুক্তি সহকারে বার বার আমি তোমার নিকট এই জ্ঞানের কথা বর্ণনা করলাম। যে কেউ এই বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করতে পারলে, সমস্ত সন্দেহ শূন্য হয়ে সে মুক্তি লাভ করবে।

শ্লোক ২৫

সুবিবিক্তং তব প্রশ্নং ময়ৈতদপি ধারয়েৎ ।
সনাতনং ব্রহ্মগুহ্যং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

সুবিবিক্তম্—স্পষ্টরূপে বর্ণিত; তব—তোমার; প্রশ্নম্—প্রশ্ন; ময়া—আমার দ্বারা; এতৎ—এই; অপি—এমনকি; ধারয়েৎ—সে মনোনিবেশ করে; সনাতনম্—নিত্য; ব্রহ্ম-গুহ্যম্—বেদগুহ্য; পরম্—পরম; ব্রহ্ম—পরম সত্য; অধিগচ্ছতি—লাভ করে।

অনুবাদ

তোমার প্রশ্নের এই সমস্ত সুস্পষ্ট উত্তরের প্রতি যে কেউ মনোনিবেশ করলে, সে সনাতন বেদের গোপনীয় উদ্দেশ্য—পরম অবিমিশ্র সত্যকে লাভ করবে।

শ্লোক ২৬

য এতন্মম ভক্তেষু সম্প্রদদ্যাৎ সুপুষ্কলম্ ।
তস্যাহং ব্রহ্মদায়স্য দদাম্যাত্মানমাত্মনা ॥ ২৬ ॥

যঃ—যে; এতৎ—এই; মম—আমার; ভক্তেষু—ভক্তদের মধ্যে; সম্প্রদদ্যাৎ—উপদেশ প্রদান করবে; সুপুষ্কলম্—উদারভাবে; তস্য—তার প্রতি; অহম্—আমি; ব্রহ্ম-দায়স্য—ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানকারীকে; দদামি—আমি প্রদান করি; আত্মানম্—নিজেকে; আত্মনা—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

যিনি আমার ভক্তদের মধ্যে এই জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদাতা, আর তার নিকট আমি নিজেকেই প্রদান করি।

শ্লোক ২৭

য এতৎ সমধীয়ীত পবিত্রং পরমং শুচি ।
স পূয়েতাহরহর্মাং জ্ঞানদীপেন দর্শয়ন্ ॥ ২৭ ॥

যঃ—যে; এতৎ—এই; সমধীয়ীত—উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে; পবিত্রম্—পবিত্রতা প্রদানকারী; পরমম্—পরম; শুচি—স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ; সঃ—সে; পূয়েত—পবিত্র হয়; অহঃ অহঃ—দিনে দিনে; মাম্—আমাকে; জ্ঞানদীপেন—জ্ঞানদীপের দ্বারা; দর্শয়ন্—প্রদর্শন করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে এই পরম নির্মল, এবং শুদ্ধতাপ্রদ পরম জ্ঞান প্রচার করে, সে দিব্যজ্ঞানের বর্তিকার দ্বারা অন্যদের নিকট আমাকে প্রকাশ করার ফলে দিনে দিনে পবিত্র হয়।

শ্লোক ২৮

য এতচ্ছ্রদ্ধয়া নিত্যমব্যগ্রঃ শৃণুয়ান্নরঃ ।
ময়ি ভক্তিং পরাং কুর্বন্ কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ২৮ ॥

যঃ—যে; এতৎ—এই; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধাসহকারে; নিত্যম্—নিয়মিতভাবে; অব্যগ্রঃ—নিরবিচ্ছিন্নভাবে; শৃণুয়াৎ—শ্রবণ করে; নরঃ—মানুষ; ময়ি—আমার প্রতি; ভক্তিম্—ভক্তি; পরাম্—দিব্য; কুর্বন্—সম্পাদন করে; কর্মভিঃ—সকাম কর্মের দ্বারা; ন—না; সঃ—সে; বধ্যতে—আবদ্ধ হয়।

অনুবাদ

যে কেউ সর্বক্ষণ আমার শুদ্ধ ভক্তিতে নিয়োজিত হয়ে শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ সহকারে নিয়মিতভাবে এই জ্ঞান শ্রবণ করবে, সে কখনও জড় কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হবে না।

শ্লোক ২৯

অপ্যুদ্ধব ত্বয়া ব্রহ্ম সখে সমবধারিতম্ ।
অপি তে বিগতো মোহঃ শোকশ্চাসৌ মনোভবঃ ॥ ২৯ ॥

অপি—তা কি; উদ্ধব—হে উদ্ধব; ত্বয়া—তোমার দ্বারা; ব্রহ্ম—চিন্ময় জ্ঞান; সখে—হে সখা; সমবধারিতম্—যথেষ্ট উপলব্ধ; অপি—তা কি; তে—তোমার; বিগতঃ—বিদূরীত; মোহঃ—মোহ; শোকঃ—অনুশোচনা; চ—এবং; অসৌ—এই; মনঃ-ভবঃ—তোমার মন জাত।

অনুবাদ

প্রিয় সখা উদ্ধব, তুমি কি এই দিব্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছ? তোমার মনে উদ্ভূত শোক এবং মোহ কি এখন বিদূরীত হয়েছে?

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রকাশিত নিজ শক্তিগুলিকে ভগবান থেকে পৃথক ভেবে উদ্ধব বিমোহিত হয়েছিলেন। নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন রূপে ভাবার জন্য উদ্ধবের মনে অনুশোচনার উদয় হয়েছিল। শ্রীউদ্ধব হচ্ছেন নিত্যমুক্ত আত্মা, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শোক এবং মোহগ্রস্ত করেছিলেন, যাতে *উদ্ধব-গীতা* রূপী পরম জ্ঞান তিনি প্রদান করতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নটি এখানে সূচিত করে যে, উদ্ধব যদি এই জ্ঞান সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধি না করে থাকেন, তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একই বিষয় পুনরায় ব্যাখ্যা করবেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, উদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে ভগবানের প্রশ্নটি এখানে রসিকতা এবং বন্ধুত্বমূলক। কৃষ্ণভাবনামৃতে উদ্ধবের পূর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে ভগবান ভালভাবেই অবগত ছিলেন।

শ্লোক ৩০

নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্ ॥ ৩০ ॥

ন—না; এতৎ—এই; ত্বয়া—তোমার দ্বারা; দাম্ভিকায়—দাম্ভিকের নিকট; নাস্তিকায়—নাস্তিকের নিকট; শঠায়—শঠের নিকট; চ—এবং; অশুশ্রূষোঃ—শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে; অভক্তায়—অভক্তের নিকট; দুর্বিনীতায়—বিনীত এবং নম্র নয় এমন ব্যক্তির নিকট; দীয়তাম্—প্রদান করা উচিত।

অনুবাদ

দাম্ভিক, নাস্তিক, অসৎ অথবা যে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করবে না, অভক্ত, অথবা বিনীত নয়, তোমার উচিত তাদের কারও নিকট এই উপদেশ প্রদান না করা।

শ্লোক ৩১

এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ ।
সাধবে শুচয়ে ব্রূয়াদ্ ভক্তিঃ স্যাৎ শূদ্রযোষিতাম্ ॥ ৩১ ॥

এতৈঃ—এ সকলের; দোষৈঃ—দোষসমূহ; বিহীনায়—মুক্তব্যক্তিকে; ব্রহ্মণ্যায়—ব্রাহ্মণ কল্যাণে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের নিকট; প্রিয়ায়—কৃপালু ব্যক্তি; চ—এবং; সাধবে—সাধু; শুচয়ে—শুদ্ধ; ব্রূয়াৎ—বলা উচিত; ভক্তিঃ—ভক্তি; স্যাৎ—যদি উপস্থিত হয়; শূদ্র—শূদ্রের; যোষিতাম্—এবং স্ত্রীলোক।

অনুবাদ

যে সমস্ত ব্যক্তি এই সকল অসদ্‌গুণরহিত, ব্রাহ্মণ কল্যাণে উৎসর্গীকৃত, কৃপালু, সাধু এবং শুদ্ধ, তাদেরকে এই জ্ঞান প্রদান করা উচিত। আর যদি সাধারণ কর্মী এবং স্ত্রীলোকরা ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়, তবে তাদেরকেও যোগ্য শ্রোতা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

শ্লোক ৩২

নৈতদ্বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ।
পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে ॥ ৩২ ॥

ন—না; এতৎ—এই; বিজ্ঞায়—পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে; জিজ্ঞাসোঃ—জিজ্ঞাসু ব্যক্তির; জ্ঞাতব্যম্—জ্ঞাতব্য বিষয়; অবশিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকে; পীত্বা—পান করে; পীযূষম্—উপাদেয়; অমৃতম্—অমৃতময়রস; পাতব্যম্—পানীয়; ন—কোন কিছুই না; অবশিষ্যতে—বাকী থাকে।

অনুবাদ

যখন কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে, তার জন্য জ্ঞাতব্য আর কিছুই থাকে না। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি পরম উপাদেয় অমৃত পান করে, সে আর তৃষ্ণার্ত থাকে না।

শ্লোক ৩৩

জ্ঞানে কর্মণি যোগে চ বার্তায়াং দণ্ডধারণে ।
যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্বিধঃ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানে—জ্ঞানের পদ্ধতিতে; কর্মণি—সকাম কর্মে; যোগে—অলৌকিক যোগে; চ—এবং; বার্তায়াম্—সাধারণ কার্যে; দণ্ডধারণে—রাজনৈতিক শাসনে; যাবান্—যা কিছু; অর্থঃ—সম্পাদনের ফল; নৃণাম্—মানুষের; তাত—প্রিয় উদ্ধব; তাবান্—ততটা; তে—তোমার প্রতি; অহম্—আমি; চতুঃবিধঃ—চতুর্বিধ (ধর্ম অর্থ, কাম এবং মোক্ষ)।

অনুবাদ

সাংখ্য যোগের জ্ঞান, বাহ্য আনুষ্ঠানিক কর্ম, অলৌকিক যোগ সাধন, জাগতিক ব্যবসা এবং রাজনৈতিক শাসন—এসবের মাধ্যমে মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের পথে অগ্রগতি লাভ করতে চায়। কিন্তু তুমি যেহেতু আমার ভক্ত, মানুষ এই সমস্ত উপায়ে যা কিছু লাভ করে থাকে, তুমি আমার মধ্যে খুব সহজে তা প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত কিছুর ভিত্তি, আর যে ব্যক্তি ঐকান্তিকভাবে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট শরণাগতিরূপ বুদ্ধিমান সিদ্ধান্তের জন্য কখনও কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন না।

শ্লোক ৩৪

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ৩৪ ॥

মর্ত্যঃ—মরণশীল; যদা—যখন; ত্যক্ত—পরিত্যাগ করে; সমস্ত—সমস্ত; কর্মা—তার সকাম কর্ম; নিবেদিত-আত্মা—নিবেদিত আত্মা; বিচিকীর্ষিতঃ—বিশেষ কিছু করার জন্য ইচ্ছুক; মে—আমার জন্য; তদা—সেই সময়; অমৃতত্বম্—অমরত্ব; প্রতিপদ্যমানঃ—প্রাপ্ত হওয়ার পথে; ময়া—আমার সঙ্গে; আত্ম-ভূয়ায়—সমান ঐশ্বর্যের জন্য; চ—ও; কল্পতে—যোগ্য হয়; বৈ—বস্তুত।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আমার প্রতি সেবা সম্পাদনের বাসনায় সমস্ত সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে অর্পণ করে, সে জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভ করে আমার নিজের ঐশ্বর্যের অংশীদার হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়।

শ্লোক ৩৫

শ্রীশুক উবাচ

স এবমাদর্শিতযোগমার্গ-
স্তদোত্তমঃশ্লোকবচো নিশম্য ।
বদ্ধাঞ্জলিঃ প্রীত্যুপরুদ্ধকণ্ঠো
ন কিঞ্চিদূচেঽশ্রুপরিপ্লুতাক্ষঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; সঃ—সে (উদ্ধব); এবম্—এইভাবে; আদর্শিত—প্রদর্শিত; যোগমার্গঃ—যোগমার্গ; তদা—তখন; উত্তমঃশ্লোক—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; বচঃ—বাক্য; নিশম্য—শ্রবণ করে, বদ্ধ-অঞ্জলিঃ—করজোড়ে প্রার্থনা; প্রীতি—প্রীতিবশতঃ; উপরুদ্ধ—রুদ্ধ; কণ্ঠঃ—তার কণ্ঠ; ন-কিঞ্চিৎ—কোন কিছুই না; ঊচে—সে বলল; অশ্রু—অশ্রু সহকারে; পরিপ্লুত—উপচে পড়া; অক্ষঃ—তার চক্ষুদ্বয়।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সমগ্র যোগমার্গ প্রদর্শনকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত উক্তি শ্রবণ করার পর প্রণাম জ্ঞাপন করার জন্য উদ্ধব কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রেমবশত তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে অশ্রুবিসর্জন হওয়ার ফলে তিনি কিছুই বলতে পারলেন না।

শ্লোক ৩৬

বিষ্টভ্য চিত্তং প্রণয়াবঘূর্ণং
ধৈর্যেণ রাজন্ বহুমন্যমানঃ ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ যদুপ্রবীরং
শীর্ষ্ণা স্পৃশংস্তচ্চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৬ ॥

বিষ্টভ্য—সংযত করে; চিত্তম্—তার মন; প্রণয়—ভালবেসে; অব-ঘূর্ণম্—ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে; ধৈর্যেণ—ধৈর্যসহকারে; রাজন্—হে রাজন; বহুমন্যমানঃ—কৃতজ্ঞতা

বোধ করে; কৃত-অঞ্জলিঃ—করজোড়ে; প্রাহ—বললেন; যদু-প্রবীরম্—যদুবংশের বীরশ্রেষ্ঠ; শীর্ষ্ণা—মস্তক দিয়ে; স্পৃশন্—স্পর্শ করে; তৎ—তাঁর; চরণ-অরবিন্দম্—চরণারবিন্দ।

অনুবাদ

প্রেমবিহ্বল মনকে স্থির করে যদুবংশের বীরশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধব অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন। প্রিয় মহারাজ পরীক্ষিৎ, উদ্ধব ভগবানের চরণারবিন্দে তাঁর মস্তক স্পর্শ করে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করার পর কৃতাঞ্জলি পুটে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, উদ্ধবের মনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহভীতি প্রতিনিয়ত প্রবেশ করছিল, তাই তিনি তাঁর উপর ভগবানের পরম করুণার কথা স্মরণ করে উৎসাহ বজায় রাখতে চেষ্টা করছিলেন। ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করে তিনি তাঁর মনকে স্থির করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

শ্রীউদ্ধব উবাচ

বিদ্রাবিতো মোহমহান্ধকারো
য আশ্রিতো মে তব সন্নিধানাৎ।
বিভাবসোঃ কিং নু সমীপগস্য
শীতং তমো ভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্য ॥ ৩৭ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; বিদ্রোবিতঃ—বিদূরীত; মোহ—মোহের; মহা-অন্ধকারঃ—মহান্ধকার; যঃ—যেটি; আশ্রিতঃ—আশ্রিত; মে—আমার দ্বারা; তব—তোমার; সন্নিধানাৎ—উপস্থিতির দ্বারা; বিভাবসোঃ—সূর্যের; কিম্—কী; নু—বস্তুত; সমীপ-গস্য—সমীপাগতের জন্য; শীতম্—শীত; তমঃ—অন্ধকার; ভীঃ—ভীতি; প্রভবন্তি—ক্ষমতা রয়েছে; অজ—হে অজ; আদ্য—হে আদিপ্রভু।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে অজ, আদি প্রভু, আমি মহা মোহান্ধকারে পতিত হলেও আপনার করুণাময় সঙ্গের প্রভাবে এখন আমার অজ্ঞানতা বিদূরীত হয়েছে। বস্তুত, যে ব্যক্তি উজ্জ্বল সূর্যের নিকট গমন করেন, তাঁর উপর শীত, অন্ধকার এবং ভয় কীভাবে তাদের ক্ষমতা আরোপ করবে?

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিরহের আশঙ্কা থাকলেও, শ্রীউদ্ধব এখন উপলব্ধি করেছেন যে, মৌলিক অর্থে ভগবানই সব কিছু। ভগবানের পদারবিন্দে পূর্ণরূপে আশ্রিত হলে তাঁর কৃষ্ণভক্তি কখনও আশঙ্কাগ্রস্ত অথবা বিনষ্ট হয় না।

শ্লোক ৩৮

প্রত্যর্পিতো মে ভবতানুকম্পিনা
ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ।
হিত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং
কোঽন্যং সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

প্রত্যর্পিতঃ—প্রত্যর্পণ করা; মে—আমার প্রতি; ভবতা—আপনার দ্বারা; অনুকম্পিনা—অনুকম্পাপরায়ণ; ভৃত্যায়—আপনার ভৃত্যের প্রতি; বিজ্ঞানময়ঃ—দিব্যজ্ঞানের; প্রদীপঃ—প্রদীপ; হিত্বা—ত্যাগ করে; কৃত-জ্ঞঃ—কৃতজ্ঞ; তব—আপনার; পাদমূলম্—চরণারবিন্দ; কঃ—কে; অন্যম্—অন্যের প্রতি; সমীয়াৎ—যেতে পারে; শরণম্—আশ্রয়ের জন্য; ত্বদীয়ম্—আপনার।

অনুবাদ

আমার নগণ্য শরণাগতির প্রতিদানে, আপনি আপনার সেবক আমার উপর করুণা পরবশ হয়ে দিব্যজ্ঞান রূপ প্রদীপ প্রদান করেছেন। সুতরাং, এতটুকুও কৃতজ্ঞতা বোধ সম্পন্ন আপনার এমন কোন্ ভৃত্য থাকতে পারে, যে আপনার পদারবিন্দ ত্যাগ করে অন্য কোন প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করবে?

শ্লোক ৩৯

বৃক্ণশ্চ মে সুদৃঢ়ঃ স্নেহপাশো
দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু ।
প্রসারিতঃ সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ত্বয়া
স্বমায়য়া হ্যাত্মসুবোধহেতিনা ॥ ৩৯ ॥

বৃক্ণঃ—ছিন্ন; চ—এবং; মে—আমার; সুদৃঢ়ঃ—সুদৃঢ়; স্নেহপাশঃ—স্নেহের বন্ধনরজ্জু; দাশার্হ-বৃষ্ণি-অন্ধক-সাত্বতেষু—দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক এবং সাত্বতদের জন্য; প্রসারিতঃ—নিক্ষেপ করা; সৃষ্টি—আপনার সৃষ্টির; বিবৃদ্ধয়ে—বর্ধনের জন্য; ত্বয়া—আপনার দ্বারা; স্বমায়য়া—আপনার মায়া শক্তির মাধ্যমে; হি—বস্তুত; আত্ম—আত্মার; সু-বোধ—যথার্থ জ্ঞানের; হেতিনা—তরবারি দ্বারা।

অনুবাদ

আপনার সৃষ্টি বর্ধনের উদ্দেশ্যে আদিতে আপনি আমার উপর আপনার মায়াশক্তি বিস্তার করে দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক এবং সাত্বত পরিবারগুলির প্রতি দৃঢ় স্নেহ-বন্ধনের রজ্জু দ্বারা আমাকে বন্ধন করেছেন। সেই বন্ধন এখন দিব্য আত্মজ্ঞান রূপ তরবারি দ্বারা ছিন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণিত পরিবারগুলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ হওয়ার ফলে তাঁরা যথার্থই স্নেহাস্পদ। শ্রীউদ্ধব তাঁদেরকে কেবল ভগবানের শুদ্ধভক্ত হিসাবে না দর্শন করে তাঁর নিজের আত্মীয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উদ্ধব এই সমস্ত বংশের সমৃদ্ধি ও বিজয় কামনা করেছিলেন। কিন্তু এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করে, তিনি তাঁর মনকে পুনরায় ঐকান্তিকভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করেছেন। এইভাবে জাগতিক ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি তাঁর তথাকথিত পরিজনগণকে ভগবানের নিত্য দাস রূপে গণ্য করছেন।

শ্লোক ৪০

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্ ।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥ ৪০ ॥

নমঃ-অস্তু—আমি প্রণতি নিবেদন করি; তে—আপনাকে; মহা-যোগিন্—হে পরম যোগী; প্রপন্নম্—শরণাগত আমাকে; অনুশাধি—অনুগ্রহ করে উপদেশ প্রদান করুন; মাম্—আমাকে; যথা—যেভাবে; ত্বৎ—আপনার; চরণ-অম্ভোজে—আপনার পাদপদ্মে; রতিঃ—দিব্য আকর্ষণ; স্যাৎ—হতে পারে; অনপায়িনী—অবিচলিত।

অনুবাদ

হে পরম যোগী, আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি। কীভাবে আপনার পাদপদ্মে আমি স্থায়ী রতি অর্জন করতে পারি, সে বিষয়ে আপনার এই শরণাগত সেবককে অনুগ্রহপূর্বক উপদেশ প্রদান করুন।

শ্লোক ৪১-৪৪

শ্রীভগবানুবাচ

গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্যাখ্যং মমাশ্রমম্ ।
তত্র মৎপাদতীর্থোদে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ ॥ ৪১ ॥

ঈক্ষয়ালকনন্দায়া বিধূতাশেষকল্মষঃ ।
বসানো বল্কলান্যঙ্গ বন্যভুক্ সুখনিঃস্পৃহঃ ॥ ৪২ ॥
তিতিক্ষুর্দ্বন্দ্বমাত্রাণাং সুশীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
শান্তঃ সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ॥ ৪৩ ॥
মত্তোঽনুশিক্ষিতং যৎ তে বিবিক্তমনুভাবয়ন্ ।
ময্যাবেশিতবাক্‌চিত্তো মদ্ধর্মনিরতো ভব ।
অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **গচ্ছ**—অনুগ্রহ করে গমন কর; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আদিষ্টঃ**—আদিষ্ট; **বদরী-আখ্যম্**—বদরিকা নামক; **মম**—আমার; **আশ্রমম্**—আশ্রমে; **তত্র**—সেখানে; **মৎ-পাদ**—আমার চরণ থেকে উৎসারিত; **তীর্থঃ**—পবিত্র স্থানের; **উদে**—জলে; **স্নান**—স্নান করে; **উপস্পর্শনৈঃ**—এবং শুদ্ধির জন্য স্পর্শ করে; **শুচিঃ**—শুচি; **ঈক্ষয়া**—দর্শন করে; **অলকনন্দায়াঃ**—গঙ্গানদীর উপর; **বিধূত**—বিধৌত; **অশেষ**—সমস্ত কিছুর; **কল্মষঃ**—পাপের প্রতিক্রিয়া; **বসানঃ**—পরিধান করে; **বল্কলানি**—বাকল; **অঙ্গ**—প্রিয় উদ্ধব; **বন্য**—বনের ফল, বাদাম, মূল ইত্যাদি; **ভুক্**—ভোজন করে; **সুখ**—সুখী; **নিঃস্পৃহঃ**—এবং বাসনা মুক্ত; **তিতিক্ষুঃ**—সহিষ্ণু; **দ্বন্দ্ব-মাত্রাণাম্**—সমস্ত দ্বন্দ্বের; **সুশীলঃ**—ভদ্র স্বভাব প্রদর্শন করে, **সংযত-ইন্দ্রিয়ঃ**—সংযতেন্দ্রিয়; **শান্তঃ**—শান্ত; **সমাহিত**—সন্নিবিষ্ট; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **জ্ঞান**—জ্ঞানের দ্বারা; **বিজ্ঞান**—এবং উপলব্ধি; **সংযুতঃ**—সমন্বিত; **মত্তঃ**—আমার নিকট থেকে; **অনুশিক্ষিতম্**—শিক্ষিত; **যৎ**—যেটি; **তে**—তোমার দ্বারা; **বিবিক্তম্**—বিবেক সহকারে নির্ধারিত; **অনুভাবয়ন্**—পূর্ণরূপে অনুভব করে; **ময়ি**—আমাতে; **আবেশিত**—আবিষ্ট; **বাক্**—তোমার বাক্য; **চিত্তঃ**—এবং মন; **মৎ-ধর্ম**—আমার দিব্যগুণাবলী; **নিরতঃ**—উপলব্ধি করতে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টাশীল; **ভব**—অধিষ্ঠিত হও; **অতিব্রজ্য**—অতিক্রম করে; **গতিঃ**—জড়া প্রকৃতির গতি; **তিস্রঃ**—তিন; **মাম্**—আমার প্রতি; **এষ্যসি**—তুমি আসবে; **ততঃ পরম্**—তারপর।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব, আমার আদেশ গ্রহণ করে তুমি বদরিকা নামক আমার আশ্রমে গমন কর। আমার পাদপদ্ম নিসৃত পবিত্র জলে স্নান এবং তা স্পর্শ করে তুমি নিজেকে পবিত্র কর। পবিত্র অলকানন্দা নদী দর্শন করে সমস্ত পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হও। বল্কল পরিধান করে বনে অনায়াসে

যা পাওয়া যায় তাই আহার কর। এইভাবে তুমি দিব্যজ্ঞান ও উপলব্ধি সমন্বিত, শান্ত, আত্ম-সংযত, সুশীল, নির্দ্বন্দ্ব এবং বাসনা মুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট থাক। নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে তোমার নিকট প্রদত্ত আমার নির্দেশাবলীর প্রতিনিয়ত মনন করে, সেগুলির যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি কর। তোমার বাক্য এবং চিন্তাধারা আমাতে নিবিষ্ট করে, আমার দিব্য গুণাবলীর উপলব্ধি বর্ধন করতে সর্বদা চেষ্টা কর। এইভাবে তুমি প্রাকৃত ত্রিগুণের গতি অতিক্রম করে, অবশেষে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।

শ্লোক ৪৫

শ্রীশুক উবাচ

স এবমুক্তো হরিমেধসোদ্ধবঃ
প্রদক্ষিণং তং পরিসৃত্য পাদয়োঃ ।
শিরো নিধায়াশ্রুকলাভিরার্দ্রধী-
র্ন্যষিঞ্চদদ্বন্দ্বপরোঽপ্যপক্রমে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; সঃ—সে; এবম্—এইভাবে; উক্তঃ—আদিষ্ট হয়ে; হরি-মেধসা—জড় জীবনের ক্লেশ অপহরণকারী, পরমেশ্বরের বুদ্ধির দ্বারা; উদ্ধবঃ—উদ্ধব; প্রদক্ষিণম্—তার ডান দিকে রেখে; তম্—তাঁকে; পরিসৃত্য—প্রদক্ষিণ করে; পাদয়োঃ—পদযুগলে; শিরঃ—তার মস্তক; নিধায়—স্থাপন করে; অশ্রু-কলাভিঃ—বিন্দু বিন্দু অশ্রু দ্বারা; আর্দ্র—বিগলিত; ধীঃ—যার হৃদয়; ন্যষিঞ্চৎ—সে সিক্ত করেছে; অদ্বন্দ্ব-পরঃ—জড় দ্বন্দ্ব মুক্ত; অপি—যদিও; অপক্রমে—গমনের সময়।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভবদুঃখহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে, শ্রীউদ্ধব ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে, ভগবানের চরণে মস্তক স্থাপন করে প্রণিপাত করেন। জড় দ্বন্দ্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উদ্ধবের হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছিল এবং তাঁর গমনের মুহূর্তে তিনি অশ্রু ারা ভগবানের পাদপদ্ম সিক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

সুদুস্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরো
ন শক্নুবংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ ।

কৃচ্ছ্রং যযৌ মূর্ধনি ভর্তৃপাদুকে
বিভ্রন্নমস্কৃত্য যযৌ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৬ ॥

সু-দুস্ত্যজ—ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **স্নেহ**—যাঁর প্রতি এরূপ স্নেহ অর্জন করেছেন (তাঁর থেকে); **বিয়োগ**—বিয়োগের ফলে; **কাতরঃ**—তিনি ছাড়াও; **ন-শক্নুবন্**—অক্ষম হয়ে; **তম্**—তাঁকে; **পরিহাতুম্**—পরিত্যাগ করতে; **আতুরঃ**—বিহ্বল; **কৃচ্ছ্রম্ যযৌ**—তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন; **মূর্ধনি**—তাঁর মস্তকোপরে; **ভর্তৃ**—তাঁর প্রভুর; **পাদুকে**—পাদুকাদয়; **বিভ্রন্**—বহন করে; **নমস্কৃত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **যযৌ**—চলে গিয়েছিলেন; **পুনঃ পুনঃ**—বার বার।

অনুবাদ

যাঁর জন্য এরূপ অবিনাশী স্নেহ তিনি অনুভব করছিলেন তাঁর বিরহজনিত মহাভয়ে, উদ্ধব মানসিক কষ্টে উন্মত্ত প্রায় হয়ে ভগবানের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারেননি। অবশেষে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করে তিনি ভগবানকে বার বার প্রণতি জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর প্রভুর পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করে প্রস্থান করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত (৩/৪/৫) অনুসারে বদরিকাশ্রমে গমনকালে উদ্ধব ভগবানের প্রভাস যাত্রা সম্বন্ধে শ্রবণ করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ অনুগমন করেন এবং দেখতে পান যদুবংশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঠিক পরেই ভগবান একাকী গমন করছেন। পুনরায় কৃপাপরবশ হয়ে পরমেশ্বর ভগবান (সদ্য আগত মৈত্রেয় মুনিসহ) উদ্ধবকে উপদেশ প্রদান করলে, উদ্ধব অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর সত্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান পুনর্জাগরিত হয়েছে, তারপর ভগবানের আদেশে তিনি প্রস্থান করেন।

শ্লোক ৪৭

ততস্তমন্তর্হৃদি সন্নিবেশ্য
গতো মহাভাগবতো বিশালাম্ ।
যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা
তপঃ সমাস্থায় হরেরগাদ্গতিম্ ॥ ৪৭ ॥

ততঃ—তারপর; **তম্**—তাঁকে; **অন্তঃ**—মধ্যে; **হৃদি**—তাঁর মন; **সন্নিবেশ্য**—স্থাপন করে; **গতঃ**—গমন করে; **মহা-ভাগবতঃ**—মহান ভক্ত; **বিশালাম্**—বদরিকাশ্রমে; **যথা**—যেমন; **উপদিষ্টাম্**—বর্ণিত; **জগৎ**—জগতের; **এক**—একমাত্র; **বন্ধুনা**—বন্ধুর

দ্বারা; তপঃ—তপস্যা; সমাস্থায়—সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করে; হরেঃ—পরমেশ্বরের; অগাৎ—তিনি লাভ করেন; গতিম্—গতি।

অনুবাদ

তারপর ভগবানকে হৃদয়াভ্যন্তরে গভীরভাবে স্থাপন করে পরম ভাগবত উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গমন করেন। সেখানে তিনি তপস্যা করে ভগবানের নিজধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেই ধামের কথা জগতের একমাত্র বন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শ্রীউদ্ধব বৈকুণ্ঠ জগতের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

য এতদানন্দসমুদ্রসম্ভৃতং
জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্ ।
কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা
সচ্ছ্রদ্ধয়াসেব্য জগদ্ বিমুচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

যঃ—যে কেউ; এতদ—এই; আনন্দ—আনন্দের; সমুদ্র—সমুদ্র; সম্ভৃতম্—সংগ্রহিত; জ্ঞান—জ্ঞানের; অমৃতম্—অমৃত; ভাগবতায়—তাঁর ভক্তদের নিকট; ভাষিতম্—বর্ণনা করেন; কৃষ্ণেন—কৃষ্ণের দ্বারা; যোগ-ঈশ্বর—যোগেশ্বরগণ দ্বারা; সেবিত—সেবিত; অঙ্ঘ্রিণা—যার পাদপদ্মদ্বয়; সৎ—সত্য; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে; আসেব্য—সেবা করে; জগৎ—সমগ্র বিশ্ব; বিমুচ্যতে—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

সমস্ত মহাযোগেশ্বরগণ যাঁর পাদপদ্মের সেবা করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ভক্তের নিকট সমগ্র দিব্য আনন্দসমুদ্র সমন্বিত এই অমৃতময় জ্ঞান প্রদান করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের যিনিই পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই বর্ণনা শ্রবণ করবেন, তিনি নিশ্চিতরূপে মুক্তিলাভ করবেন।

শ্লোক ৪৯

ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্ বেদসারম্ ।

অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি ॥ ৪৯ ॥

ভব—জড় জীবন; ভয়ম্—ভয়; অপহর্ত্তুম্—হরণ করার জন্য; জ্ঞান-বিজ্ঞান—জ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধির; সারম্—সার; নিগম—বেদসমূহের; কৃৎ—প্রণেতা, উপজহ্রে—বিতরণ করেন; ভৃঙ্গ-বৎ—মৌমাছির মতো; বেদ-সারম্—বেদের সারার্থ; অমৃতম্—অমৃত; উদধিতঃ—সমুদ্র থেকে; চ—এবং; অপায়য়ৎ—পান করিয়েছিলেন; ভৃত্য-বর্গান্—তাঁর অনেক ভক্তকে; পুরুষম্—পরমপুরুষ ভগবান; ঋষভম্—মহত্তম; আদ্যম্—সমস্ত কিছুর আদি; কৃষ্ণ-সংজ্ঞম্—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নামক; নতঃ—প্রণত; অস্মি—আমি হই।

অনুবাদ

সর্ব জীবের মধ্যে আদি এবং মহত্তম, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম জ্ঞাপন করছি। তিনি হচ্ছেন সমস্ত বেদের প্রণেতা। তাঁর ভক্তদের ভব ভয় হরণ করার জন্যই তিনি সমস্ত জ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধির সারার্থ সমন্বিত এই অমৃত সংগ্রহ করেন। এইভাবে তিনি তাঁর বহু ভক্তকে আনন্দ সমুদ্রের অমৃত প্রদান করলে, তাঁর কৃপায় ভাগবতগণ তা পান করেছেন।

তাৎপর্য

ফুলের কোনও ক্ষতিসাধন না করে মৌমাছি যেমন মধু সংগ্রহ করে, তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক অগ্রগতির বিস্তারিত পদ্ধতির কোনওরূপ অসুবিধা না ঘটিয়ে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের নির্যাস সংগ্রহ করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, স্থূল জড়বাদীদের জন্য প্রযোজ্য নিকৃষ্ট প্রাথমিক পদ্ধতির বিনাশ না করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বৈদিক জ্ঞানের লক্ষ্যবস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এইভাবে উপসংহারে শ্রীশুকদেব গোস্বামী সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের গুরু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করেছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'ভক্তিযোগ' নামক ঊনত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।